ভোরের কাগজ

DEC 27 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৩ ......

মন্ত্রী থেকে মাস্তানদের চাপে দামি স্কুলগুলো দিশেহারা

শামীমা বিনতে রহমান : নগরীর শীর্ষস্থানীয় স্কুলগুলোতে ভর্তি করানোর জন্য শুরু হয়েছে মন্ত্রী, স্থানীয় সাংসদ, প্রভাবশালী আমলা, স্থানীয় রাজনীতিক এবং মাস্তানদের চাপ।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলসহ আরো কয়েকটি স্কুলের কার্য পরিচালনা পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে, দিন দিন প্রভাবশালীদের এই চাপ বাড়ছে এবং আগামী বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ভর্তি সম্পন্ন হয়ে ক্লাস শুরু হওয়া পর্যন্ত এই চাপ থাকবে।

সূত্র আরো জানায়, নভেম্বরের শেষদিক থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ স্কুলগুলোতে যখন ভর্তি ফরম দেওয়া শুরু হয়েছিল; তখন থেকেই মন্ত্রী, সাংসদ এবং স্থানীয় প্রভাবশালীরা ভর্তির জন্য স্কুলগুলোতে তাদের পছন্দের তালিকা দেওয়া শুরু হয়।

এই চাপ সবচেয়ে বেশি প্রতি বছরই মেধা তালিকায় অধিকসংখ্যক স্থান অর্জনকারী ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে। আজ থেকে শুরু হচ্ছে এই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা। স্কুলটির বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে ৭৫০ আসনের বিপরীতে ফরম জমা পড়েছে ৪ হাজার ৮২৮টি। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই স্কুলে বরাবরই নিজেদের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর জন্য প্রভাবশালীরা ফিবছর চাপ দিয়ে আসছে।

স্থানীয় অভিভাবক সূত্রে জানা যায়, গত বছরগুলোতে সাবেক সাংসদ ডা. ইকবাল সরাসরি ভর্তি প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটাতেন। এখন সেখানে বর্তমান সাংসদ মেজর (অব.) আবদুল মান্নান প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছেন। স্কুল সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ৭ নভেম্বর স্কুলের বেইলি রোড ও ধানমন্ডি শাখার ভর্তি ফরম বিক্রি শেষ হওয়ার পর মেজর মান্নানের পক্ষ থেকে ৫০টি আসনে ভর্তির জন্য তালিকা পাঠানো হয় কর্তৃপক্ষের কাছে।

তবে এই চাপের বিষয়ে স্কুলের অধ্যক্ষা হামিদা আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তথ্যটি সঠিক নয় বলে জানান।

হামিদা আলী ভোরের কাগজকে বলেন, সব সময়ই প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এর আগেও চাপ ছিল, এখনো কমবেশি আছে।

বিষয়টি নিয়ে সাংসদ মেজর (অব.) মান্নানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি চট্টগ্রামে থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ভর্তি ফরম উত্তোলনকারী একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, আসলে আমাদের মতো অভিভাবকদের সব সময়ই লক্ষ্য থাকে ক্লাস ওয়ান থেকেই বাচ্চাকে স্কুলটিতে ভর্তি করাতে। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী, আমলা, মাস্তানদের এতো চাপ থাকে যে শুধুমাত্র সন্তানের মেধার ওপর ভরসা রাখতে পারি না।

হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলসহ হাতেগোনা শীর্ষস্থানীয় স্কুলগুলোতে চাপের চেহারা প্রায় একই রকম।

হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজে প্রথম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ আসনের বিপরীতে প্রায় ২ হাজার ফরম বিক্রি হয়েছে।

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের মতিঝিল ও বনশ্রী শাখায় প্রথম শ্রেণীতে ২০০ আসনের বিপরীতে প্রআয় ২ হাজার ৭০০ ফরম বিক্রি হয়েছে। হারমেন মাইনর স্কুল এন্ড কলেজ, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়সহ নামী স্কুলগুলোতেও নির্ধারিত আসনের তুলনায় ৮/১০ গুণ বেশি ফরম বিক্রি হয়েছে। ভিকারুননিসা নূন এবং উইলস লিটল ফ্লাওয়ার উভয় স্কুল থেকে ফরম উত্তোলনকারী এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং আইডিয়াল স্কুলের বনশ্রী শাখা থেকে ফরম উত্তোলনকারী এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, ভালো স্কুলের সংখ্যা কম হওয়ায় ও স্কুলগুলোর মেধা যাচাইয়ের সম্মিলিত কোনো নিয়ম না থাকায় বাচ্চাকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য খুবই উদ্বিগ্ন থাকি।

সরকারি স্কুলগুলোতে গত তিন বছর যাবৎ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় একযোগে পরীক্ষা নেওয়ার নিয়ম চালু হলেও মোট আসনের ১০ ভাগ সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য কোটা হিসাবে থাকায় এই স্কুলগুলোতেও ওপর থেকে মারাত্মক চাপ আসে বলে সরকারি স্কুল সূত্রে জানা গেছে।

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানান, ফরম বিক্রি বা ভর্তি পরীক্ষার সময় জটিলতা হয় না কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে। তবে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় সংরক্ষিত ১০ শতাংশ আসনের জন্য মন্ত্রী, আমলা ছাড়াও স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপ পড়ে খুব।

চাপ প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রশিদ উদ্দিন জাহিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি চাপের প্রসঙ্গটি স্বীকার করে বলেন, আগে তো টেবিলে পিস্তল রেখে সিট বরাদ্দের ঘটনাও ঘটেছিল, এখন ভর্তি প্রক্রিয়ার নিয়মের কারণে সেটা না থাকলেও টেলিফোনে বিভিন্ন অনুরোধ, দাবি এসব এখনো আছে।

প্রসঙ্গত, স্কুলটিতে প্রথম শ্রেণীর ৪টি সেকশনে ২৪০টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এর মধ্যে ১০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হবে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য।

মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরও স্কুলটিতে ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় মহল্লার প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং মাস্তানদের খুব চাপ পড়ে।

উল্লেখ্য, নগরীর ২৪টি সরকারি স্কুলে এবারো শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় একযোগে ফরম বিক্রি এবং ৮টি করে তিনটি গ্রুপে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ২২ ডিসেম্বর থেকে ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে এবং জানুয়ারির ৮, ১০ ও ১২ তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবারই প্রথম স্কুলগুলোয় ভর্তি পরীক্ষার খাতা কেন্দ্রীয়ভাবে দেখা হবে।